সরাসরি আদায় ও প্রত্যর্পণ (ধারা ২১৫)

❖ **উপ-ধারা (১):**

মূল বক্তব্য:
সরকার করদাতার **ব্যাংক হিসাব থেকে সরাসরি** সরকারের ব্যাংক হিসাবে টাকা ট্রান্সফার করে **বকেয়া কর আদায়** করতে পারবে।

সহজ ভাষায়:
যদি কোনো করদাতার কর বকেয়া থাকে (যেমন: রিটার্ন অনুযায়ী কর দেননি), তাহলে **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)** বা **উপকর কমিশনার** তার ব্যাংক হিসাব থেকে **সরকারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা সরাসরি নিয়ে নিতে পারবে** (ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে)।

উদাহরণ:

সাইফুলের রিটার্ন অনুযায়ী ৫০,০০০ টাকা কর বকেয়া আছে, এবং তিনি তা পরিশোধ করেননি।

NBR তার ব্যাংক হিসাব থেকে সরাসরি **৫০,০০০ টাকা কেটে নিয়ে** সরকারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেবে।

❖ **উপ-ধারা (২):**

মূল বক্তব্য:
করদাতার পাওনা অর্থ (যেমন: রিফান্ড) করদাতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে **ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার** এর মাধ্যমে ফেরত দিতে হবে।

সহজ ভাষায়:
যদি করদাতার বেশি কর কাটা হয়ে থাকে বা কোনো কারণে কর ফেরত পাওয়ার যোগ্য হন, তাহলে সেই টাকা **ইলেক্ট্রনিকভাবে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দিতে হবে**।

উদাহরণ:

মাহিরা ২০২৪-২৫ সালে ১,০০,০০০ টাকা কর দিয়েছেন, কিন্তু হিসেব অনুযায়ী তার প্রকৃত কর হওয়ার কথা ছিল ৮০,০০০ টাকা।
অতিরিক্ত ২০,০০০ টাকা সরকার **তার ব্যাংকে ফেরত পাঠাবে** ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে।

❖ **উপ-ধারা (৩):**

মূল বক্তব্য:
করদাতা যদি **স্বনির্ধারিত রিটার্ন** (Self-assessed Return) জমা দেন এবং তা **উপকর কমিশনার প্রসেস করে রিফান্ড অনুমোদন করেন**, তাহলে সেই **প্রত্যর্পণ** (refund) করদাতার উল্লিখিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে **৬০ দিনের মধ্যে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার করতে হবে**।

সহজ ভাষায়:
যদি আপনি নিজে হিসেব করে রিটার্ন দেন এবং NBR সেটি মেনে নেয় ও রিফান্ড নির্ধারণ করে, তাহলে ৬০ দিনের মধ্যে সরকার **আপনার রিটার্নে দেয়া ব্যাংক একাউন্টে টাকা ফেরত দিবে**।

উদাহরণ:

রিয়াজের স্বনির্ধারিত রিটার্নে দেখানো হয় যে তিনি ১০,০০০ টাকা রিফান্ড পাওয়ার যোগ্য।

রিটার্ন প্রসেস হওয়ার পর **৬০ দিনের মধ্যে সেই টাকা তার ব্যাংকে পাঠাতে হবে**।

❖ **উপ-ধারা (৪):**

মূল বক্তব্য:
উপ-ধারা (১), (২), ও (৩) অনুযায়ী ব্যাংক ট্রান্সফারের **পদ্ধতি, শর্ত, যোগ্যতা ও সীমা** কী হবে, তা নির্ধারণ করে **জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) বিধিমালা তৈরি** করতে পারবে।

সহজ ভাষায়:
উপরে বলা নিয়মগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিয়ম তৈরি করবে—যেমন কিভাবে টাকা কাটা হবে, কত সময় লাগবে, কোন করদাতা এই সুবিধা পাবেন ইত্যাদি।

উদাহরণ:

- ✓ সরকার হয়তো বলবে যে রিফান্ড ৫,০০০ টাকার নিচে হলে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার লাগবে না।
- ✓ অথবা করদাতার ব্যাংক তথ্য ভুল থাকলে ফেরত বন্ধ থাকবে
- ✓ রিফান্ড শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ব্যাংকে হবে।
- ✓ রিফান্ডের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে হবে।
- ✓ নির্ভরযোগ্য ব্যাংক হিসাব নম্বর দিতে হবে।

—এই ধরনের নিয়ম **বিধিমালায়** থাকবে।

❖ **সারসংক্ষেপ টেবিল:**

উপ-ধারা	কী বলা হয়েছে	সহজ ব্যাখ্যা	উদাহরণ
২১৫(১)	করদাতার ব্যাংক থেকে বকেয়া কর সরকার নিতে পারবে	সরকারের ব্যাংকে সরাসরি টাকা ট্রান্সফার	বকেয়া ৫০,০০০ টাকা সরকার ব্যাংক থেকে নিয়ে নিল
২১৫(২)	কর ফেরত দিতে হবে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারে	করদাতার পাওনা অর্থ তার ব্যাংকে যাবে	২০,০০০ টাকা রিফান্ড ব্যাংকে ফেরত
২১৫(৩)	স্বনির্ধারিত রিটার্ন প্রসেস হলে ৬০ দিনের মধ্যে রিফান্ড দিতে হবে	রিটার্নে উল্লেখিত ব্যাংকে টাকা যাবে	১০,০০০ টাকা ফেরত পেলেন ৬০ দিনের মধ্যে
২১৫(৪)	NBR এই নিয়মগুলো বাস্তবায়নে বিধিমালা করবে	পদ্ধতি, শর্ত নির্ধারণ করবে রাজস্ব বোর্ড	ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের নিয়মাবলি